



মোনাডোলজি (১৭১৪)

জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড ভিলহেলম লাইবনিৎস-এর অনন্ত মোনাড সম্পর্কিত অধিবিদ্যক তত্ত্ব।

মুদ্রিত হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org
দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

সূচিপত্র

১. ভূমিকা

২. মোনাদোলজি

২.১. § ১

২.২. § ২

২.৩. § ৩

২.৪. § ৪

২.৫. § ৫

২.৬. § ৬

২.৭. § ৭

২.৮. § ৮

২.৯. § ৯

২.১০. § ১০

২.১১. § ১১

২.১২. § ১২

২.১৩. § ১৩

২.১৪. § ১৪

২.১৫. § ১৫

২.১৬. § ১৬

২.১৭. § ১৭

২.১৮. § ১৮

২.১৯. § ১৯

২.২০. § ২০

২.২১. § ২১

২.২২. § ২২

২.২৩. § ২৩

২.২৪. § ২৪

২.২৫. § ২৫

২.২৬. § ২৬

২.২৭. § ২৭

২.২৮. § ২৮

২.২৯. § ২৯

২.৩০. § ৩০

২.৩১. § ৩১

২.৩২. § ৩২

২.৩৩. § ৩৩

২.৩৪. § ৩৪

২.৩৫. § ৩৫

২.৩৬. § ৩৬

২.৩৭. § ৩৭

২.৩৮. § ৩৮

২.৩৯. § ৩৯

২.৪০. § ৪০

২.৪১. § ৪১

2.82. § 82
2.80. § 80
2.88. § 88
2.86. § 86
2.89. § 89
2.87. § 87
2.85. § 85
2.83. § 83
2.81. § 81
2.79. § 79
2.77. § 77
2.75. § 75
2.73. § 73
2.71. § 71
2.69. § 69
2.67. § 67
2.65. § 65
2.63. § 63
2.61. § 61
2.59. § 59
2.57. § 57
2.55. § 55
2.53. § 53
2.51. § 51
2.49. § 49
2.47. § 47
2.45. § 45
2.43. § 43
2.41. § 41
2.39. § 39
2.37. § 37
2.35. § 35
2.33. § 33
2.31. § 31
2.29. § 29
2.27. § 27
2.25. § 25
2.23. § 23
2.21. § 21
2.19. § 19
2.17. § 17
2.15. § 15
2.13. § 13
2.11. § 11
2.9. § 9
2.7. § 7
2.5. § 5
2.3. § 3
2.1. § 1

ᐃ.ᐅᐅ. § ᐅᐅ

ᐃ.ᐅᐅ. § ᐅᐅ

ᐃ.ᐅᐅ. § ᐅᐅ

ভূমিকা

গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজের মোনাদোলজি (১৭১৪)

১৭১৪ সালে, জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজ - “বিশ্বের শেষ সার্বজনীন প্রতিভা” - ∞ অনন্ত মোনাদের একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যা, বাস্তব জগৎ থেকে দূরে মনে হলেও এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে নন-লোকালিটি-র উন্নয়নের আলোকে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে।

লাইবনিজ পালটা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং প্রাচীন গ্রীক মহাজাগতিক দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মোনাদ তত্ত্ব প্লেটোর বিখ্যাত গুহার রূপক-এ বর্ণিত প্লেটোর ফর্মের জগৎ-এর সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বহন করে।

মোনাদোলজি (ফরাসি: *La Monadologie*, ১৭১৪) লাইবনিজের পরবর্তী দর্শনের সবচেয়ে পরিচিত রচনাগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্য যা প্রায় ৯০টি অনুচ্ছেদে সরল পদার্থ বা ∞ অনন্ত মোনাদ-এর একটি অধিবিদ্যা উপস্থাপন করে।

১৭১২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৭১৪ পর্যন্ত ভিয়েনা-য় তাঁর শেষ অবস্থানকালে, লাইবনিজ ফরাসি ভাষায় দুটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্য রচনা করেন যা তাঁর দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসেবে উদ্দিষ্ট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, সাভয়ের রাজকুমার ইউজিন-এর জন্য উদ্দিষ্ট “*Principes de la nature et de la grâce fondés en raison*” নেদারল্যান্ডস-এ ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। দার্শনিক ক্রিস্টিয়ান উলফ এবং সহযোগীরা দ্বিতীয় পাঠ্যটির জার্মান ও ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন যা “মোনাদোলজি” নামে পরিচিত হয়।



অধ্যায় ২.

মোনাডোলজি

গটফ্রিড ভিলহেলম লাইবনিৎস, ১৭১৪

Principia philosophiæ seu theses in gratiam principis Eu-genii conscriptæ

§ ১

মো নাড, যার সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব, তা একটি সরল পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে; সরল, অর্থাৎ অংশবিহীন (খিওড., § ১০^৪)।

§ ২

এবং সরল পদার্থগুলি থাকতেই হবে, কারণ যৌগিক পদার্থগুলি আছে; কেননা যৌগিক পদার্থ সরল পদার্থের সমষ্টি বা অ্যাগ্রিগেটাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

§ ৩

যেখানে কোনো অংশ নেই, সেখানে বিস্তার, আকৃতি, বা বিভাজ্যতা কোনোটাই সম্ভব নয়। এই মোনাডগুলিই প্রকৃতির প্রকৃত পরমাণু এবং সংক্ষেপে বস্তুজগতের মৌলিক উপাদান।

§ ৪

এখানে কোনো বিলয়ের আশঙ্কা নেই, এবং এমন কোনো ধারণাযোগ্য উপায় নেই যার মাধ্যমে একটি সরল পদার্থ স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস হতে পারে (§ ৪৭)।

§ ৫

একই কারণে এমন কোনো উপায় নেই যার মাধ্যমে একটি সরল পদার্থ স্বাভাবিকভাবে শুরু হতে পারে, কারণ এটি সংযোজনের মাধ্যমে গঠিত হতে পারে না।

§ ৬

তাই বলা যায় যে, মোনাডগুলি হঠাৎ করে ছাড়া শুরু বা শেষ হতে পারে না, অর্থাৎ, তারা শুধুমাত্র সৃষ্টির মাধ্যমে শুরু হতে পারে এবং বিলুপ্তির মাধ্যমে শেষ হতে পারে; অন্যদিকে, যা যৌগিক, তা অংশ অংশ করে শুরু বা শেষ হয়।

§ ৭

এটাও ব্যাখ্যা করার কোনো উপায় নেই যে কীভাবে একটি মোনাড অন্য কোনো সৃষ্টি দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তিত বা পরিবর্তন করা যেতে পারে; কারণ এর মধ্যে কিছুই স্থানান্তর করা যায় না, বা এর মধ্যে কোনো অভ্যন্তরীণ গতি কল্পনা করা যায় না, যা সেখানে উত্তেজিত, নির্দেশিত, বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে; যেমনটি যৌগিক পদার্থে সম্ভব, যেখানে অংশগুলির মধ্যে পরিবর্তন হয়। মোনাডগুলির কোনো জানালা নেই, যার মাধ্যমে কিছু

প্রবেশ করতে বা বের হতে পারে। আকস্মিক ঘটনাগুলি পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বা বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে না, যেমন স্কলার্টিকদের সংবেদনশীল প্রজাতিগুলি একসময় করত। সুতরাং কোনো পদার্থ বা আকস্মিক ঘটনা বাইরে থেকে একটি মোনাডে প্রবেশ করতে পারে না।

§ ৮

তবুও মোনাডগুলির কিছু গুণাবলী থাকতে হবে, অন্যথায় তারা সত্তাও হবে না। এবং যদি সরল পদার্থগুলি তাদের গুণাবলীতে পার্থক্য না করত, তাহলে জিনিসগুলিতে কোনো পরিবর্তন অনুভব করার উপায় থাকত না; কারণ যৌগিক পদার্থে যা আছে তা কেবল সরল উপাদান থেকেই আসতে পারে; এবং মোনাডগুলি গুণহীন হলে, তারা একে অপর থেকে অপৃথকীকরণযোগ্য হত, যেহেতু তারা পরিমাণেও পৃথক নয়: এবং ফলস্বরূপ পূর্ণতা অনুমান করে, প্রতিটি স্থান গতিতে সর্বদা তার পূর্ববর্তী সমতুল্য গ্রহণ করত, এবং একটি অবস্থা অন্যটি থেকে অপৃথকীকরণযোগ্য হত।

§ ৯

প্রতিটি মোনাডকে অবশ্যই প্রতিটি অন্য মোনাড থেকে ভিন্ন হতে হবে। কারণ প্রকৃতিতে কখনোই দুটি সত্তা একে অপরের সম্পূর্ণ অনুরূপ নয় এবং যেখানে একটি আভ্যন্তরীণ পার্থক্য বা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় এমন কিছু নেই।

§ ১০

আমি এটাও স্বীকার করে নিচ্ছি যে প্রতিটি সৃষ্ট সত্তা পরিবর্তনের অধীন, এবং ফলস্বরূপ সৃষ্ট মোনাডও, এবং এমনকি এই পরিবর্তন প্রতিটিতে নিরন্তর।

§ ১১

আমরা যা বলেছি তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মোনাডগুলির প্রাকৃতিক পরিবর্তন একটি আভ্যন্তরীণ নীতি থেকে উদ্ভূত হয়, কারণ কোনো বাহ্যিক কারণ এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারে না (§ 396, § 900)।

§ ১২

কিন্তু পরিবর্তনের নীতি ছাড়াও এমন একটি পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে, যা সরল পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে নির্ধারণ করে।

§ ১৩

এই বিস্তারিত বিবরণে অবশ্যই ঐক্যে বহুত্ব বা সরলে বহুত্ব থাকতে হবে। কারণ প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন ধাপে ধাপে হয়, কিছু পরিবর্তিত হয় এবং কিছু থেকে যায়; এবং ফলস্বরূপ সরল পদার্থে অংশ না থাকলেও অনুভূতি ও

সম্পর্কের বহুত্ব থাকতে হবে।

§ ১৪

ক্ষণস্থায়ী অবস্থা, যা ঐক্যে বা সরল পদার্থে বহুত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রতিনিধিত্ব করে, তা প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা স্বজ্ঞান বা চেতনা থেকে পৃথক করতে হবে, যেমনটি পরে দেখা যাবে। এবং এখানেই কার্তেসীয়রা বড় ভুল করেছেন, যেসব প্রত্যক্ষণ আমরা সচেতনভাবে অনুভব করি না সেগুলিকে তারা অর্থহীন মনে করেছেন। এটাই তাদেরকে বিশ্বাস করতে প্রেরণা দিয়েছে যে কেবল মনই মোনাড এবং পশুদের আত্মা বা অন্যান্য এন্টেলেকি বলে কিছু নেই; এবং তারা সাধারণ মানুষের মতো দীর্ঘ অচেতন অবস্থাকে কঠোর মৃত্যুর সাথে গুলিয়ে ফেলেছে, যা তাদেরকে স্কলাস্টিক কুসংস্কারে নিয়ে গেছে যে আত্মা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং এটি বিকৃত মনের মানুষদের আত্মার মরণশীলতার ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছে।

§ ১৫

আভ্যন্তরীণ নীতির ক্রিয়া যা এক প্রত্যক্ষণ থেকে অন্য প্রত্যক্ষণে পরিবর্তন বা স্থানান্তর ঘটায়, তাকে *আকাঙ্ক্ষা* বলা যেতে পারে: এটা সত্য যে আকাঙ্ক্ষা সর্বদা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষণে পৌঁছাতে পারে না যার দিকে এটি ধাবিত, কিন্তু এটি সর্বদা কিছু পায় এবং নতুন প্রত্যক্ষণে পৌঁছায়।

§ ১৬

আমরা নিজেরাই সরল পদার্থে বহুত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করি, যখন আমরা দেখি যে আমাদের সবচেয়ে ছোট চিন্তাও, যা আমরা অনুভব করি, বস্তুতে একটি বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যারা স্বীকার করেন যে আত্মা একটি সরল পদার্থ, তাদের অবশ্যই মোনাডে এই বহুত্বকে স্বীকার করতে হবে; এবং মঁসিয়ে বেইল তাঁর অভিধানের *রোরারিয়াস* প্রবন্ধে যেমন করেছেন, এতে কোনো সমস্যা খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল না।

§ ১৭

অন্যদিকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রত্যক্ষণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি *যান্ত্রিক কারণে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব*, অর্থাৎ আকৃতি ও গতির মাধ্যমে। এবং যদি এমন একটি যন্ত্র কল্পনা করা যায়, যার গঠন চিন্তা করতে, অনুভব করতে, প্রত্যক্ষণ করতে পারে; একে একই অনুপাতে বড় করে কল্পনা করা যেতে পারে, যাতে এর মধ্যে প্রবেশ করা যায়, যেমন একটি কলে। এবং এটা ধরে নিয়ে, এর ভিতরে ঘুরে দেখলে শুধু এমন অংশগুলি পাওয়া যাবে, যারা একে অপরকে ধাক্কা দেয়, কিন্তু কখনোই প্রত্যক্ষণ ব্যাখ্যা করার মতো কিছু পাওয়া যাবে না। তাই এটি সরল পদার্থে খুঁজতে হবে, যৌগিক পদার্থে বা যন্ত্রে নয়। বস্তুত সরল পদার্থে এটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণ এবং তাদের পরিবর্তন। সরল পদার্থের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কেবল এতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে (ভূমিকা ***, ২ বি^৬)।

§ ১৮

সকল সরল পদার্থ বা সৃষ্ট মোনাডকে এন্টেলেকি নামে অভিহিত করা যেতে পারে, কারণ তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পূর্ণতা রয়েছে (*échousi to entelés*), এখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা (*autarkeia*) রয়েছে যা তাদেরকে তাদের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের উৎস এবং এক ধরনের অশরীরী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত করে (§ 87)।

§ ১৯

যদি আমরা আত্মা বলতে সেই সবকিছুকে বোঝাই যার প্রত্যক্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা আছে যে অর্থে আমি এইমাত্র ব্যাখ্যা করেছি; তাহলে সমস্ত সরল পদার্থ বা সৃষ্ট মোনাডকে আত্মা বলা যেতে পারে; কিন্তু, যেহেতু অনুভূতি সাধারণ প্রত্যক্ষণের চেয়ে কিছু বেশি, আমি সম্মত যে মোনাড ও এন্টেলেকির সাধারণ নাম সেই সরল পদার্থগুলির জন্য যথেষ্ট যাদের শুধুমাত্র এটুকুই আছে; এবং আত্মা শুধু তাদেরকেই বলা হোক যাদের প্রত্যক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট এবং স্মৃতি দ্বারা সমর্থিত।

§ ২০

কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে এমন একটি অবস্থা অনুভব করি, যেখানে আমরা কিছুই মনে করতে পারি না এবং কোনো স্পষ্ট উপলব্ধি থাকে না; যেমন যখন আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ি, বা যখন আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হই কোনো স্বপ্ন ছাড়াই। এই অবস্থায় আত্মা একটি সরল মোনাড থেকে বিশেষভাবে আলাদা নয়; কিন্তু যেহেতু এই অবস্থা স্থায়ী নয়, এবং এটি থেকে সে নিজেকে উদ্ধার করে, তাই এটি আরও কিছু (§ 64)।

§ ২১

এবং এর থেকে এটা বোঝা যায় না যে তখন সরল পদার্থ কোনো উপলব্ধি ছাড়াই থাকে। পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য এটা সম্ভবও নয়; কারণ এটি ধ্বংস হতে পারে না, এটি কোনো প্রভাব ছাড়াও টিকে থাকতে পারে না যা তার উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যখন অনেক ছোট ছোট উপলব্ধি থাকে, যেখানে কিছুই স্পষ্ট নয়, তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়; যেমন যখন একই দিকে বারবার ঘোরা হয়, যেখানে মাথা ঘোরা আসে যা আমাদের অজ্ঞান করে দিতে পারে এবং আমাদের কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে দেয় না। এবং মৃত্যু প্রাণীদের এই অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য রাখতে পারে।

§ ২২

এবং যেহেতু প্রতিটি সরল পদার্থের বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিকভাবে তার পূর্ববর্তী অবস্থার একটি ফলাফল, এমনভাবে যে বর্তমান ভবিষ্যতের গর্ভধারণ করে (§ 360);

§ ২৩

সুতরাং, যেহেতু বিভ্রান্তি থেকে জেগে ওঠার পর আমরা আমাদের উপলব্ধিগুলি সচেতন হই, এটা অবশ্যই হতে হবে যে তার ঠিক আগে আমাদের সেগুলি ছিল, যদিও আমরা সেগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না; কারণ একটি উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবে শুধুমাত্র অন্য একটি উপলব্ধি থেকেই আসতে পারে, যেমন একটি গতি স্বাভাবিকভাবে শুধুমাত্র অন্য একটি গতি থেকেই আসতে পারে (§ 401-403)।

§ ২৪

এর থেকে দেখা যায় যে যদি আমাদের উপলব্ধিতে কিছু স্পষ্ট এবং যা বলা যায় উন্নত, এবং উচ্চতর স্বাদের না থাকত, তাহলে আমরা সবসময় বিভ্রান্তিতে থাকতাম। এবং এটাই হল বিশুদ্ধ মনোভাগুলির অবস্থা।

§ ২৫

আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতি প্রাণীদের উন্নত উপলব্ধি দিয়েছে, তাদের এমন অঙ্গ প্রদান করে যত্ন নিয়েছে, যা আলোর অনেক রশ্মি বা বায়ুর অনেক তরঙ্গ একত্রিত করে, যাতে সেগুলি একত্রে আরও কার্যকর হয়। গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শে এবং সম্ভবত আরও অনেক ইন্দ্রিয়ে এর কাছাকাছি কিছু আছে, যা আমাদের কাছে অজানা। এবং আমি শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব, কীভাবে আত্মায় যা ঘটে তা অঙ্গগুলিতে যা ঘটে তার প্রতিনিধিত্ব করে।

§ ২৬

স্মৃতি আত্মাকে একধরনের অনুক্রম প্রদান করে, যা যুক্তির অনুকরণ করে, কিন্তু এটিকে আলাদা করা উচিত। আমরা দেখি যে প্রাণীরা, যখন এমন কিছুর উপলব্ধি পায় যা তাদের আঘাত করে এবং যার অনুরূপ উপলব্ধি তারা আগে পেয়েছিল, তখন তাদের স্মৃতির প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সেই পূর্ববর্তী উপলব্ধিতে যা যুক্ত ছিল তার প্রত্যাশা করে এবং তখন যে অনুভূতি তারা পেয়েছিল তার অনুরূপ অনুভূতির দিকে ধাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: যখন কুকুরদের লাঠি দেখানো হয়, তারা যে ব্যথা পেয়েছিল তা মনে করে এবং চিৎকার করে ও পালিয়ে যায় (ভূমিকা^৬, § 65)।

§ ২৭

এবং শক্তিশালী কল্পনা যা তাদের আঘাত করে এবং উত্তেজিত করে, তা আসে হয় পূর্ববর্তী উপলব্ধিগুলির মহত্ব থেকে বা সংখ্যা থেকে। কারণ প্রায়শই একটি শক্তিশালী প্রভাব হঠাৎ করে একটি দীর্ঘ অভ্যাসের প্রভাব বা অনেক মাঝারি উপলব্ধির পুনরাবৃত্তির প্রভাব তৈরি করে।

§ ২৮

মানুষ পশুদের মতোই আচরণ করে, যতটা তাদের উপলব্ধির অনুক্রম শুধুমাত্র স্মৃতির নীতি দ্বারা করা হয়; অভিজ্ঞতাবাদী চিকিৎসকদের মতো, যাদের তত্ত্ব ছাড়া শুধু অনুশীলন আছে; এবং আমরা আমাদের কাজের তিন-চতুর্থাংশে শুধু অভিজ্ঞতাবাদী। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা আশা করি যে আগামীকাল দিন হবে, আমরা অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে কাজ করি, কারণ এটি এখন পর্যন্ত সবসময় এভাবেই হয়েছে। শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদই এটি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন।

§ ২৯

কিন্তু অপরিহার্য ও চিরন্তন সত্যের জ্ঞান আমাদের সাধারণ প্রাণী থেকে আলাদা করে এবং আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান প্রদান করে; আমাদের নিজেদের এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে উন্নীত করে। এবং এটাই আমাদের মধ্যে যুক্তিসম্পন্ন আত্মা, বা

মন বলে পরিচিত।

§ ৩০

অপরিহার্য সত্যের জ্ঞান এবং তাদের বিমূর্তকরণের মাধ্যমেই আমরা প্রতিফলনমূলক ক্রিয়াতে উন্নীত হই, যা আমাদের আমি বলে পরিচিত বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং এটা বা ওটা আমাদের মধ্যে আছে তা বিবেচনা করতে সক্ষম করে: এবং এভাবেই আমরা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করার মাধ্যমে সত্তা, পদার্থ, সরল ও জটিল, অবস্তুগত এবং স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করি; এটা বুঝে যে আমাদের মধ্যে যা সীমাবদ্ধ, তা তাঁর মধ্যে সীমাহীন। এবং এই প্রতিফলনমূলক ক্রিয়াগুলি আমাদের যুক্তির প্রধান বিষয়বস্তু প্রদান করে (খিওড, ভূমিকা *, 4, a⁷)

§ ৩১

এবং এর অর্থ এই নয় যে তখন সরল পদার্থ কোনো উপলব্ধি ছাড়াই থাকে। আমাদের যুক্তিগুলি দুটি মহান নীতির উপর ভিত্তি করে, বিরোধিতার নীতি যার মাধ্যমে আমরা যা এর মধ্যে জড়িত তাকে মিথ্যা বলে বিচার করি, এবং যা মিথ্যার বিপরীত বা বিরোধী তাকে সত্য বলে বিচার করি (§ 44, § 196)।

§ ৩২

এবং সেই পর্যাপ্ত কারণের নীতি, যার মাধ্যমে আমরা বিবেচনা করি যে কোনো ঘটনা সত্য বা বিদ্যমান হতে পারে না, কোনো বিবৃতি সত্য হতে পারে না, যদি না এর একটি পর্যাপ্ত কারণ থাকে যে কেন এটি এমন এবং অন্যরকম নয়। যদিও এই কারণগুলি বেশিরভাগ সময় আমাদের কাছে জানা সম্ভব নয় (§ 44, § 196)।

§ ৩৩

দুই ধরনের সত্যও রয়েছে, যুক্তির সত্য এবং ঘটনার সত্য। যুক্তির সত্যগুলি অপরিহার্য এবং তাদের বিপরীত অসম্ভব, এবং ঘটনার সত্যগুলি আকস্মিক এবং তাদের বিপরীত সম্ভব। যখন একটি সত্য অপরিহার্য, তার কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়, এটিকে আরও সরল ধারণা ও সত্যে বিশ্লেষণ করে, যতক্ষণ না মৌলিক সত্যে পৌঁছানো যায় (§ 170, 174, 189, § 280-282, § 367. সংক্ষিপ্ত আপত্তি 3)।

§ ৩৪

এভাবেই গণিতবিদদের কাছে, অনুধ্যানের উপপাদ্যগুলি এবং অনুশীলনের নিয়মগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রার্থনায় নামিয়ে আনা হয়।

§ ৩৫

এবং অবশেষে সরল ধারণাগুলি রয়েছে যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না; স্বতঃসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে, বা এককথায়, মৌলিক নীতিগুলি, যা প্রমাণ করা যায় না এবং তার প্রয়োজনও নেই; এবং এগুলি হল অভিন্ন

বিস্তৃতিগুলি, যার বিপরীতে স্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে (§ 36, 37, 44, 45, 49, 52, 121-122, 337, 340-344)।

§ ৩৬

কিন্তু পর্যাপ্ত কারণ আকস্মিক বা ঘটনার সত্যগুলিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, সৃষ্ট জগতে ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলির ধারাবাহিকতায়; যেখানে বিশেষ কারণগুলিতে বিশ্লেষণ সীমাহীন বিস্তারিত বিবরণে যেতে পারে, প্রকৃতির জিনিসগুলির অসীম বৈচিত্র্য এবং বস্তুর অসীম বিভাজনের কারণে। আমার বর্তমান লেখার কার্যকর কারণে অসংখ্য আকৃতি এবং বর্তমান ও অতীত গতি জড়িত; এবং আমার আত্মার অসংখ্য ছোট ছোট ঝাঁক এবং প্রবণতা, বর্তমান ও অতীত, চূড়ান্ত কারণে জড়িত।

§ ৩৭

এবং যেহেতু এই সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ শুধুমাত্র অন্য পূর্ববর্তী আকস্মিক বা আরও বিস্তারিত বিষয়গুলিকে জড়িত করে, যার প্রত্যেকটির এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য একই ধরনের বিশ্লেষণের প্রয়োজন, তাই আমরা আরও এগোতে পারি না: এবং পর্যাপ্ত বা চূড়ান্ত কারণ এই আকস্মিক বিষয়গুলির ধারাবাহিকতা বা ক্রম-এর বাইরে থাকতে হবে, যতই অসীম হোক না কেন।

§ ৩৮

এবং এভাবেই জিনিসগুলির চূড়ান্ত কারণ অবশ্যই একটি অপরিহার্য পদার্থে থাকতে হবে, যেখানে পরিবর্তনের বিস্তারিত শুধুমাত্র উৎকৃষ্টভাবে বিদ্যমান, উৎসের মতো: এবং এটিকেই আমরা ঈশ্বর বলি (§ 7)।

§ ৩৯

এখন এই পদার্থ যেহেতু এই সমস্ত বিস্তারিত বিবরণের পর্যাপ্ত কারণ, যা সবকিছুর সাথে সংযুক্ত; *মাত্র একজন ঈশ্বর আছেন, এবং এই ঈশ্বরই যথেষ্ট।*

§ ৪০

এটাও বিচার করা যায় যে এই সর্বোচ্চ পদার্থ যা একক, সার্বজনীন এবং অপরিহার্য, যার বাইরে এমন কিছু নেই যা এর থেকে স্বাধীন, এবং যা সম্ভাব্য সত্তার একটি সরল অনুসরণ; তা সীমাবদ্ধতার অযোগ্য হতে হবে এবং যতটা সম্ভব ততটা বাস্তবতা ধারণ করতে হবে।

§ ৪১

এর থেকে এটি অনুসরণ করে যে ঈশ্বর পরম পরিপূর্ণ; *পরিপূর্ণতা* হল ইতিবাচক বাস্তবতার মহত্ব যা সীমাবদ্ধতা বা সীমানা ছাড়াই নেওয়া হয়। আর যেখানে কোনো সীমানা নেই, অর্থাৎ ঈশ্বরে, সেখানে পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণ অসীম (§ 22, *Préf. *, 4 a*)।

§ ৪২

এটাও অনুসরণ করে যে সৃষ্টিগুলি তাদের পরিপূর্ণতা ঈশ্বরের প্রভাব থেকে পায়, কিন্তু তাদের অপূর্ণতা আসে তাদের নিজস্ব প্রকৃতি থেকে, যা সীমাহীন হতে পারে না। কারণ এটাই তাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে। সৃষ্টির এই মৌলিক অপূর্ণতা বস্তুর স্বাভাবিক জড়তায় লক্ষ্য করা যায় (§ 20, 27-30, 153, 167, 377 এবং পরবর্তী)।

§ ৪৩

এটাও সত্য যে ঈশ্বরে শুধু অস্তিত্বের উৎসই নয়, বরং সারবত্তার উৎসও রয়েছে, যতটা বাস্তব, বা সম্ভাবনার মধ্যে যা বাস্তব রয়েছে। কারণ ঈশ্বরের বুদ্ধি হল চিরন্তন সত্যের অঞ্চল, বা যে ধারণাগুলির উপর এগুলি নির্ভর করে, এবং তার ছাড়া সম্ভাবনায় কিছুই বাস্তব থাকত না, শুধু কোনো অস্তিত্বই নয়, কিছু সম্ভবও হত না (§ 20)।

§ ৪৪

কারণ যদি সারবত্তা বা সম্ভাবনায় অথবা চিরন্তন সত্যে কোনো বাস্তবতা থাকে, তবে সেই বাস্তবতা অবশ্যই কোনো বিদ্যমান ও বাস্তব জিনিসে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; এবং ফলস্বরূপ অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্বে, যার সারবত্তা অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, বা যার ক্ষেত্রে সম্ভব হওয়াই বাস্তব হওয়ার জন্য যথেষ্ট (§ 184-189, 335)।

§ ৪৫

সুতরাং একমাত্র ঈশ্বরেরই (বা অপরিহার্য সত্তার) এই বিশেষাধিকার আছে যে তাঁর অস্তিত্ব থাকতেই হবে যদি তিনি সম্ভব হন। এবং যেহেতু কোনো কিছুই সেই জিনিসের সম্ভাবনাকে বাধা দিতে পারে না যা কোনো সীমা, কোনো নেতিবাচকতা, এবং ফলস্বরূপ, কোনো বিরোধিতা ধারণ করে না, এটাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব a priori জানার জন্য যথেষ্ট। আমরা এটি চিরন্তন সত্যের বাস্তবতা দিয়েও প্রমাণ করেছি। কিন্তু আমরা এটি a posterioriও প্রমাণ করেছি কারণ আকস্মিক সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, যাদের চূড়ান্ত বা পর্যাপ্ত কারণ শুধুমাত্র অপরিহার্য সত্তায় থাকতে পারে, যার নিজের অস্তিত্বের কারণ নিজের মধ্যেই রয়েছে।

§ ৪৬

তবে কিছু লোকের মতো এমন ভাবা উচিত নয় যে চিরন্তন সত্যগুলি, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, স্বেচ্ছাচারী এবং তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যেমন দেকার্ত মনে করেছিলেন এবং পরে পোয়ারে। এটি শুধুমাত্র আকস্মিক সত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার মূলনীতি হল উপযুক্ততা বা সর্বোত্তমের নির্বাচন; অন্যদিকে অপরিহার্য সত্যগুলি কেবল তাঁর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, এবং তার অভ্যন্তরীণ বিষয় (§ 180-184, 185, 335, 351, 380)।

§ ৪৭

এইভাবে একমাত্র ঈশ্বরই হলেন মূল একক, বা মূল সরল পদার্থ, যার থেকে সমস্ত সৃষ্ট বা উৎপন্ন মোনাদ উৎপাদিত হয় এবং জন্মায়, যেন বলা যায়, ঈশ্বরত্বের নিরন্তর বিদ্যুৎস্কুরণের মাধ্যমে মুহূর্তে মুহূর্তে, সৃষ্টির গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা

সীমাবদ্ধ, যার পক্ষে সীমিত হওয়া অপরিহার্য (§ 382-391, 398, 395)।

§ ৪৮

ঈশ্বরে রয়েছে ক্ষমতা, যা সবকিছুর উৎস, তারপর জ্ঞান যা ধারণার বিস্তারিত ধারণ করে, এবং অবশেষে ইচ্ছা, যা সর্বোত্তমের নীতি অনুযায়ী পরিবর্তন বা উৎপাদন করে (§ 7,149-150)। এবং এটি সৃষ্ট মোনাদগুলিতে যা বিষয় বা ভিত্তি, অনুধাবন ক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতা তৈরি করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরে এই গুণাবলী সম্পূর্ণ অসীম বা পরিপূর্ণ; এবং সৃষ্ট মোনাদ বা এন্টেলিচিগুলিতে (বা পারফেক্টিহাবিস, যেমন হারমোলাউস বারবারাস এই শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন) এগুলি কেবল অনুকরণ, যতটা পরিপূর্ণতা আছে সেই অনুপাতে (§ 87)।

§ ৪৯

সৃষ্টিকে বলা হয় বাইরে *ক্রিয়া* করে যতটা তার পরিপূর্ণতা আছে, এবং অন্যের থেকে *প্রভাবিত* হয় যতটা এটি অপূর্ণ। এইভাবে মোনাদের ক্ষেত্রে *ক্রিয়া* আরোপ করা হয় যখন এর স্পষ্ট অনুভূতি থাকে, এবং *প্রভাব* যখন এর অস্পষ্ট অনুভূতি থাকে (§ 32, 66, 386)।

§ ৫০

এবং একটি সৃষ্টি অন্যটির থেকে বেশি পূর্ণ, যখন আমরা তার মধ্যে এমন কিছু পাই যা অন্যটিতে যা ঘটে তার *a priori* কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, এবং এর মাধ্যমেই বলা হয় যে এটি অন্যটির উপর *ক্রিয়া* করে।

§ ৫১

কিন্তু সরল পদার্থে এটি কেবল একটি মোনাদের অন্যের উপর আদর্শগত প্রভাব, যা কেবল ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কার্যকর হতে পারে, যেহেতু ঈশ্বরের ধারণায় একটি মোনাদ যুক্তিসঙ্গতভাবে দাবি করে যে, ঈশ্বর জিনিসের শুরু থেকেই অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার সময় তাকে বিবেচনা করেন। কারণ যেহেতু একটি সৃষ্ট মোনাদের অন্যের অভ্যন্তরে ভৌত প্রভাব থাকতে পারে না, কেবল এই উপায়েই একটি অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে (§ 9, 54, 65-66, 201. সংক্ষিপ্ত আপত্তি 3)।

§ ৫২

এবং এর মাধ্যমেই, সৃষ্টিগুলির মধ্যে *ক্রিয়া* ও *প্রতিক্রিয়া* পারস্পরিক। কারণ ঈশ্বর দুটি সরল পদার্থের তুলনা করে, প্রত্যেকটিতে এমন কারণ খুঁজে পান, যা তাকে অন্যটির সাথে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করে; এবং ফলস্বরূপ যা কিছু নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে *সক্রিয়*, তা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে *নিষ্ক্রিয়*: *সক্রিয়* যতটা, যা আমরা এতে স্পষ্টভাবে জানি, তা অন্যে যা ঘটে তার কারণ ব্যাখ্যা করে; এবং *নিষ্ক্রিয়* যতটা, এতে যা ঘটে তার কারণ অন্যে স্পষ্টভাবে জানা যায় (§ 66)।

§ ৫৩

এখন, যেহেতু ঈশ্বরের ধারণায় অসংখ্য সম্ভাব্য বিশ্ব রয়েছে এবং শুধু একটিই বিদ্যমান থাকতে পারে, অবশ্যই ঈশ্বরের পছন্দের একটি পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে, যা তাকে একটির পরিবর্তে অন্যটি নির্বাচন করতে নির্ধারণ করে (§ 8, 10, 44, 173, 196 এবং পরবর্তী, 225, 414-416)।

§ ৫৪

এবং এই কারণ কেবল উপযুক্ততায়, বা এই বিশ্বগুলি যে পরিপূর্ণতার মাত্রা ধারণ করে তাতে পাওয়া যেতে পারে; প্রত্যেক সম্ভাব্যের অস্তিত্বের দাবি করার অধিকার আছে তার অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার অনুপাতে (§ 74, 167, 350, 201, 130, 352, 345 এবং পরবর্তী, 354)।

§ ৫৫

এবং এটাই সর্বোত্তমের অস্তিত্বের কারণ, যা প্রজ্ঞা ঈশ্বরকে জানতে দেয়, তাঁর মঙ্গলময়তা তাকে বেছে নিতে দেয়, এবং তাঁর ক্ষমতা তা উৎপাদন করতে দেয় (§ 8,7, 80, 84, 119, 204, 206, 208. সংক্ষিপ্ত আপত্তি 1, আপত্তি 8)।

§ ৫৬

এখন এই সংযোগ বা সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের প্রত্যেকটির সাথে এবং প্রত্যেকটির সমস্তের সাথে এই সামঞ্জস্য, প্রত্যেক সরল পদার্থের এমন সম্পর্ক থাকে যা অন্য সবকিছুকে প্রকাশ করে, এবং ফলস্বরূপ এটি বিশ্বের একটি চিরন্তন জীবন্ত দর্পণ (§ 130,360)।

§ ৫৭

এবং, যেমন একই শহর বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে সম্পূর্ণ আলাদা দেখায়, এবং যেন দৃষ্টিকোণগতভাবে বহুগুণিত হয়; একইভাবে ঘটে, সরল পদার্থের অসীম বহুত্বের কারণে, যেন অনেক আলাদা বিশ্ব রয়েছে, যা আসলে একটি বিশ্বেরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক মোনাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী।

§ ৫৮

এবং এটি যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য পাওয়ার উপায়, কিন্তু সর্বোচ্চ শৃঙ্খলার সাথে যা সম্ভব, অর্থাৎ, এটি যতটা সম্ভব পরিপূর্ণতা পাওয়ার উপায় (§ 120, 124, 241 sqq., 214, 243, 275)।

§ ৫৯

এছাড়াও এই প্রকল্পই (যা আমি প্রমাণিত বলতে সাহস করি) যথাযথভাবে ঈশ্বরের মহত্বকে তুলে ধরে: মিস্টার বেইল এটি স্বীকার করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর অভিধানে (নিবন্ধ *Rorarius*) আপত্তি তুলেছিলেন, যেখানে তিনি এমনকি বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন যে, আমি ঈশ্বরকে অতিরিক্ত দিচ্ছি, যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশি। কিন্তু তিনি

কোনো কারণ উল্লেখ করতে পারেননি, কেন এই সার্বজনীন সামঞ্জস্য, যা প্রত্যেক পদার্থকে তার সম্পর্কের মাধ্যমে অন্য সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে বাধ্য করে, অসম্ভব হবে।

§ ৬০

আমি যা বর্ণনা করেছি তা থেকে দেখা যায় যে কেন জিনিসগুলি অন্যভাবে হতে পারে না তার a priori কারণ। কারণ ঈশ্বর সমগ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় প্রতিটি অংশকে বিবেচনা করেছেন, বিশেষ করে প্রতিটি মোনাদকে, যার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতি এমন যে কোনো কিছুই তাকে শুধুমাত্র জিনিসগুলির একটি অংশ প্রতিনিধিত্ব করতে সীমাবদ্ধ করতে পারে না; যদিও এটি সত্য যে এই প্রতিনিধিত্ব সমগ্র বিশ্বের বিশদ বিবরণে অস্পষ্ট, এবং শুধুমাত্র জিনিসগুলির একটি ছোট অংশে স্পষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ যেগুলি প্রতিটি মোনাদের সাপেক্ষে হয় সবচেয়ে কাছাকাছি বা সবচেয়ে বড়; অন্যথায় প্রতিটি মোনাদ একটি দেবতা হত। এটি বস্তুতে নয়, বরং বস্তুর জ্ঞানের সংশোধনে যে মোনাদগুলি সীমাবদ্ধ। তারা সবাই অস্পষ্টভাবে অসীমের দিকে, সমগ্রের দিকে যায়; কিন্তু তারা স্পষ্ট অনুভূতির মাত্রা দ্বারা সীমিত ও পৃথক।

§ ৬১

এবং জটিলগুলি সরলের সাথে প্রতীকী সম্পর্ক রাখে। কারণ, যেহেতু সবকিছু পূর্ণ, যা সমস্ত বস্তুকে সংযুক্ত করে, এবং যেহেতু পূর্ণতায় সকল গতি দূরবর্তী বস্তুগুলির উপর দূরত্বের অনুপাতে প্রভাব ফেলে, যাতে প্রতিটি বস্তু শুধু তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় যারা তাকে স্পর্শ করে, এবং তাদের যা ঘটে তার কিছুটা অনুভব করে, কিন্তু তাদের মাধ্যমে যারা প্রথমগুলিকে স্পর্শ করে তাদেরও অনুভব করে, যাদের দ্বারা এটি সরাসরি স্পর্শিত হয়: এর ফলে, এই যোগাযোগ যে কোনো দূরত্বে যায়। ফলস্বরূপ প্রতিটি বস্তু বিশ্বে যা ঘটছে তার সবকিছু অনুভব করে; এমনভাবে যে যিনি সবকিছু দেখেন, তিনি প্রত্যেকের মধ্যে পড়তে পারেন যা সর্বত্র ঘটছে এবং এমনকি যা ঘটছে বা ঘটবে; বর্তমানে যা দূরে আছে তা লক্ষ্য করে, সময় ও স্থানের দিক থেকে: *sumpnoia panta*, হিপোক্রেটস বলেছিলেন। কিন্তু একটি আত্মা তার নিজের মধ্যে শুধু তাই পড়তে পারে যা স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এটি একবারে তার সমস্ত ভাঁজ খুলতে পারে না, কারণ তারা অসীমের দিকে যায়।

§ ৬২

সুতরাং যদিও প্রতিটি সৃষ্ট মোনাদ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে, এটি বিশেষভাবে তার সাথে সম্পর্কিত শরীরকে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব করে যার এন্টেলেকি সে হয়ে ওঠে: এবং যেহেতু এই শরীর পূর্ণতার মধ্যে সমস্ত বস্তুর সংযোগের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করে, আত্মাও এই শরীরকে প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি বিশেষ উপায়ে তার অন্তর্গত (§ 400)।

§ ৬৩

একটি মোনাদ-এর শরীর, যার এন্টেলেকি বা আত্মা এটি, এন্টেলেকির সাথে মিলিত হয়ে যা আমরা একটি জীবন্ত বলতে পারি তা গঠন করে, এবং আত্মার সাথে যা আমরা একটি প্রাণী বলি। এখন এই জীবন্ত বা প্রাণীর শরীর সর্বদা জৈব; কারণ প্রতিটি মোনাদ নিজের ধরনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি দর্পণ হওয়ায়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়

নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, প্রতিনিধিত্বকারীতেও একটি শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যিক, অর্থাৎ আত্মার অনুভূতিতে, এবং ফলস্বরূপ শরীরে, যার মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিধিত্ব করা হয় (§ 403)।

§ ৬৪

এইভাবে একটি জীবন্ত প্রাণীর প্রতিটি জৈব দেহ একটি দৈবী যন্ত্র বা প্রাকৃতিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-এর মতো, যা সমস্ত কৃত্রিম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে অসীম গুণে ছাড়িয়ে যায়। কারণ মানুষের শিল্পকলা দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্র তার প্রতিটি অংশে যন্ত্র নয়। উদাহরণস্বরূপ: পিতলের চাকার একটি দাঁতের অংশগুলি বা টুকরোগুলি আর আমাদের কাছে কৃত্রিম কিছু নয় এবং চাকাটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে যন্ত্রের কোনো চিহ্ন আর তাতে নেই। কিন্তু প্রকৃতির যন্ত্রগুলি, অর্থাৎ জীবন্ত দেহগুলি, তাদের ক্ষুদ্রতম অংশেও অনন্তকাল পর্যন্ত যন্ত্রই থেকে যায়। এটাই প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় শিল্প ও আমাদের শিল্পের মধ্যে পার্থক্য (§ 134, 146, 194, 483)।

§ ৬৫

এবং প্রকৃতির স্রষ্টা এই দৈবী ও অসীম আশ্চর্যজনক কৌশল প্রয়োগ করতে পেরেছেন, কারণ বস্তুর প্রতিটি অংশ শুধু অসীম বিভাজ্য নয় যেমন প্রাচীনরা স্বীকার করেছিলেন, বরং বাস্তবিকভাবে অসীম পর্যন্ত উপ-বিভাজিত, প্রতিটি অংশ অংশগুলিতে, যার প্রতিটির নিজস্ব গতি আছে, অন্যথায় বস্তুর প্রতিটি অংশ সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করা অসম্ভব হত (ভূমিকা [সামঞ্জস্যের আলোচনা], § 70. *খিওডিসি*, §195)।

§ ৬৬

এর থেকে দেখা যায় যে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশেও সৃষ্টির একটি জগৎ, জীবন্ত, প্রাণী, এন্টেলেকি, আত্মা রয়েছে।

§ ৬৭

বস্তুর প্রতিটি অংশকে একটি উদ্ভিদে পূর্ণ উদ্যান এবং একটি মাছে পূর্ণ পুকুর হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের প্রতিটি শাখা, প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ, তার তরল পদার্থের প্রতিটি ফোঁটাও এমন একটি উদ্যান বা পুকুর।

§ ৬৮

এবং যদিও উদ্যানের উদ্ভিদগুলির মধ্যে আটকে থাকা মাটি ও বাতাস, বা পুকুরের মাছগুলির মধ্যে আটকে থাকা জল উদ্ভিদ বা মাছ নয়; তবুও তারা এগুলি ধারণ করে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অদৃশ্য সূক্ষ্মতায়।

§ ৬৯

তাই বিশ্বে এমন কিছু নেই যা অকৃষ্ট, বন্ধা বা মৃত, কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, কোনো বিভ্রান্তি নেই দৃশ্যমান ছাড়া; ঠিক যেমন একটি পুকুরে দূর থেকে দেখা যায়, যেখানে একটি অস্পষ্ট গতি এবং পুকুরের মাছের কিলবিল দেখা যায়, যেখানে মাছগুলি নিজেরা আলাদা করে চেনা যায় না।

§ ৭০

এর থেকে দেখা যায় যে, প্রতিটি জীবন্ত দেহের একটি প্রধান এন্টেলেকি আছে যা প্রাণীতে আত্মা; কিন্তু এই জীবন্ত দেহের অঙ্গগুলি অন্য জীবন্ত, উদ্ভিদ, প্রাণীতে পূর্ণ, যার প্রত্যেকেরই আবার তার নিজস্ব এন্টেলেকি বা প্রধান আত্মা আছে।

§ ৭১

কিন্তু কিছু লোক যারা আমার চিন্তাধারা ভুল বুঝেছিল তাদের মতো এটা কল্পনা করা উচিত নয় যে প্রতিটি আত্মার নিজস্ব বস্তু বা পদার্থের অংশ আছে যা চিরকালের জন্য তার নিজস্ব বা প্রভাবিত, এবং ফলস্বরূপ তার সেবার জন্য চিরকাল নির্ধারিত অন্য নিম্নস্তরের জীবন্ত প্রাণী আছে। কারণ সমস্ত দেহ একটি নিরন্তর প্রবাহে রয়েছে নদীর মতো; এবং অংশগুলি নিরন্তর প্রবেশ করে ও বের হয়।

§ ৭২

তাই আত্মা ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে দেহ পরিবর্তন করে, যাতে এটি কখনও একবারে তার সমস্ত অঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয় না; এবং প্রাণীদের মধ্যে প্রায়শই রূপান্তর ঘটে, কিন্তু কখনও আত্মার স্থানান্তর বা আত্মার প্রবাস ঘটে না: সম্পূর্ণ পৃথক আত্মাও নেই, শরীরবিহীন দেবদূতও নেই। শুধুমাত্র ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

§ ৭৩

এটাই কারণ যে কখনও সম্পূর্ণ জন্ম বা পূর্ণ মৃত্যু নেই কঠোর অর্থে, যা আত্মার বিচ্ছেদে নিহিত। এবং আমরা যাকে জন্ম বলি তা হল বিকাশ ও বৃদ্ধি; যেমন আমরা যাকে মৃত্যু বলি, তা হল সংকোচন ও হ্রাস।

§ ৭৪

দার্শনিকরা আকার, এন্টেলেকি, বা আত্মার উৎপত্তি নিয়ে খুব বিব্রত ছিলেন; কিন্তু আজ, যখন উদ্ভিদ, কীট এবং প্রাণীদের উপর সঠিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে প্রকৃতির জৈব দেহগুলি কখনও বিশৃঙ্খলা বা পচন থেকে উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সর্বদা বীজ থেকে, যেখানে নিঃসন্দেহে কিছু পূর্ব-গঠন ছিল; বিচার করা হয়েছে যে শুধু জৈব দেহই গর্ভধারণের আগে ছিল না, কিন্তু সেই দেহে একটি আত্মাও ছিল, এবং সংক্ষেপে, প্রাণীটিও; এবং গর্ভধারণের মাধ্যমে এই প্রাণীটি শুধুমাত্র অন্য প্রজাতির প্রাণী হওয়ার জন্য একটি বড় রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

§ ৭৫

গর্ভধারণের মাধ্যমে বৃহত্তর প্রাণীদের স্তরে উন্নীত প্রাণীদের শুক্রাণু বলা যেতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে যারা তাদের প্রজাতিতে থেকে যায়, অর্থাৎ বেশিরভাগ, তারা বড় প্রাণীদের মতো জন্মায়, বংশবৃদ্ধি করে এবং ধ্বংস হয়, এবং শুধুমাত্র নির্বাচিতদের একটি ছোট সংখ্যা বৃহত্তর মঞ্চে যায়।

§ ৭৬

কিন্তু এটা ছিল সত্যের অর্ধেক: তাই আমি বিচার করেছি যে যদি প্রাণী কখনও স্বাভাবিকভাবে শুরু না হয়, তবে এটি স্বাভাবিকভাবে শেষও হয় না; এবং শুধু যে কোনো জন্ম হবে না তা নয়, বরং কোনো সম্পূর্ণ ধ্বংস বা কঠোর অর্থে মৃত্যুও হবে না। এবং এই যুক্তিগুলি যা a posteriori করা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয়েছে তা আমার a priori থেকে প্রাপ্ত নীতিগুলির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমন উপরে দেখানো হয়েছে।

§ ৭৭

তাই বলা যেতে পারে যে শুধু আত্মা (অবিনাশী বিশ্বের দর্পণ) অবিনাশী নয়, বরং প্রাণীটিও, যদিও তার যন্ত্র প্রায়শই আংশিকভাবে ধ্বংস হয়, এবং জৈব আবরণ ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে।

§ ৭৮

এই নীতিগুলি আমাকে স্বাভাবিকভাবে আত্মা এবং জৈব দেহের মধ্যে সংযোগ বা সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করার উপায় দিয়েছে। আত্মা তার নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে এবং দেহও তার নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে; এবং তারা সমস্ত পদার্থের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সামঞ্জস্যের কারণে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, কারণ তারা সবাই একই বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে।

§ ৭৯

আত্মাগুলি চূড়ান্ত কারণের নিয়ম অনুসারে কাজ করে আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য এবং উপায়ের মাধ্যমে। দেহগুলি কার্যকরী কারণের বা গতির নিয়ম অনুসারে কাজ করে। এবং দুটি রাজ্য, কার্যকরী কারণের রাজ্য এবং চূড়ান্ত কারণের রাজ্য একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

§ ৮০

দেকার্ত স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মা দেহকে শক্তি দিতে পারে না, কারণ বস্তুতে সর্বদা একই পরিমাণ শক্তি থাকে। তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন যে আত্মা দেহের দিক পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু এটা এই কারণে যে তাঁর সময়ে প্রকৃতির সেই নিয়মটি জানা ছিল না, যা বস্তুতে একই সামগ্রিক দিকের সংরক্ষণকেও বহন করে। যদি তিনি এটি লক্ষ্য করতেন, তিনি আমার পূর্বনির্ধারিত সামঞ্জস্যের প্রণালীতে এসে পড়তেন।

§ ৮১

এই প্রণালী অনুযায়ী দেহগুলি এমনভাবে কাজ করে যেন (অসম্ভব হলেও) কোনো আত্মা নেই; এবং আত্মাগুলি এমনভাবে কাজ করে, যেন কোনো দেহ নেই; এবং উভয়ই এমনভাবে কাজ করে যেন একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

§ ৮২

আত্মা বা যুক্তিসম্পন্ন আত্মা সম্পর্কে, যদিও আমি দেখতে পাই যে সমস্ত জীবিত প্রাণী এবং জন্তুদের মধ্যে মূলত একই জিনিস রয়েছে, যেমন আমরা এইমাত্র বললাম (অর্থাৎ প্রাণী এবং আত্মা শুধুমাত্র বিশ্বের সাথে শুরু হয় এবং বিশ্বের মতোই শেষ হয় না), তবুও যুক্তিসম্পন্ন প্রাণীদের মধ্যে এই বিশেষত্ব রয়েছে যে তাদের ক্ষুদ্র শুক্রাণু প্রাণীদের, যতক্ষণ তারা শুধুমাত্র তাই থাকে, কেবল সাধারণ বা সংবেদনশীল আত্মা থাকে; কিন্তু যখন যারা, যেন বলা যায়, নির্বাচিত হয়, বাস্তব গর্ভধারণের মাধ্যমে মানব প্রকৃতিতে পৌঁছায়, তাদের সংবেদনশীল আত্মা যুক্তির স্তরে এবং আত্মার বিশেষাধিকারে উন্নীত হয়।

§ ৮৩

সাধারণ আত্মা এবং আত্মার মধ্যে অন্যান্য পার্থক্যের মধ্যে, যার একটি অংশ আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, আরও একটি হল: সাধারণভাবে আত্মাগুলি সৃষ্টি জগতের জীবন্ত দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি; কিন্তু আত্মাগুলি স্বয়ং ঈশ্বরত্বের, বা প্রকৃতির স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি: বিশ্বের প্রণালী জানতে এবং স্থাপত্য নমুনার মাধ্যমে এর কিছু অনুকরণ করতে সক্ষম; প্রতিটি আত্মা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র দেবতার মতো।

§ ৮৪

এটাই আত্মাদের ঈশ্বরের সাথে সমাজে প্রবেশ করার যোগ্য করে তোলে, এবং তিনি তাদের প্রতি শুধু একজন উদ্ভাবক যেমন তার যন্ত্রের প্রতি (যেমন ঈশ্বর অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি) তেমন নন, বরং একজন রাজা যেমন তার প্রজাদের প্রতি, এমনকি একজন পিতা যেমন তার সন্তানদের প্রতি তেমন।

§ ৮৫

যা থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমস্ত আত্মার সমষ্টি ঈশ্বরের নগরী গঠন করবে, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের অধীনে সম্ভাব্য সর্বোত্তম রাষ্ট্র।

§ ৮৬

এই ঈশ্বরের নগরী, এই প্রকৃত বিশ্বজনীন রাজতন্ত্র প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে একটি নৈতিক জগৎ, এবং ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক দৈবিক: এবং এতেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকৃতপক্ষে নিহিত, কারণ যদি তাঁর মহত্ব এবং মঙ্গল আত্মাদের দ্বারা জানা এবং প্রশংসিত না হত তবে কোনো মহিমা থাকত না, এই দৈবিক নগরীর সম্পর্কেই তিনি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলময়, যদিও তাঁর প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা সর্বত্র প্রকাশিত হয়।

§ ৮৭

যেমন আমরা উপরে দুটি প্রাকৃতিক রাজ্যের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করেছি, একটি কার্যকরী কারণের এবং অন্যটি চূড়ান্ত কারণের, আমাদের এখানে আরও একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে হবে প্রকৃতির ভৌতিক রাজ্য এবং

অনুগ্রহের নৈতিক রাজ্যের মধ্যে, অর্থাৎ, ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যন্ত্রের স্থপতি হিসেবে বিবেচিত এবং ঈশ্বর যিনি আত্মার দৈবী নগরীর সম্রাট হিসেবে বিবেচিত (§ 62, 74, 118, 248, 112, 130, 247)।

§ ৮৮

এই সামঞ্জস্য এমনভাবে জিনিসগুলিকে অনুগ্রহের দিকে নিয়ে যায় প্রকৃতির পথেই, এবং এই গ্রহকে উদাহরণস্বরূপ প্রাকৃতিক পথেই ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে যখন আত্মার শাসন তা চায়; কারও শাস্তি এবং অন্যদের পুরস্কারের জন্য (§ 18 sqq., 110, 244-245, 340)।

§ ৮৯

এটাও বলা যায় যে, স্থপতি হিসাবে ঈশ্বর সব বিষয়ে আইন প্রণেতা হিসাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন; এবং এইভাবে পাপগুলি প্রকৃতির নিয়মে এবং জিনিসের যান্ত্রিক কাঠামোর ফলে নিজেদের শাস্তি বহন করে; এবং একইভাবে সংকর্মগুলি দেহের সম্পর্কে যান্ত্রিক পথে তাদের পুরস্কার আকর্ষণ করে; যদিও এটি সর্বদা তৎক্ষণাৎ ঘটতে পারে না এবং ঘটা উচিত নয়।

§ ৯০

অবশেষে এই পরিপূর্ণ শাসনের অধীনে কোনো ভালো কাজ পুরস্কার ছাড়া থাকবে না, কোনো মন্দ কাজ শাস্তি ছাড়া থাকবে না: এবং সবকিছুই ভালো মানুষদের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে; অর্থাৎ তাদের জন্য যারা এই মহান রাষ্ট্রে অসন্তুষ্ট নয়, যারা ঈশ্বরীয় বিধানে বিশ্বাস করে, তাদের কর্তব্য পালন করার পর, এবং যারা সমস্ত মঙ্গলের স্রষ্টাকে যথাযথভাবে ভালোবাসে এবং অনুকরণ করে, তাঁর পূর্ণতার বিবেচনায় আনন্দ পায় *বিশুদ্ধ প্রেমের* প্রকৃতি অনুযায়ী, যা যাকে ভালোবাসা হয় তার সুখে আনন্দ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটাই জ্ঞানী এবং সদাচারী ব্যক্তিদের অনুমিত ঈশ্বরীয় ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সবকিছুতে কাজ করতে প্রেরণা দেয়; এবং তবুও সন্তুষ্ট থাকতে দেয় যা ঈশ্বর তাঁর গোপন ইচ্ছায়, পরবর্তী এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ঘটতে দেন; এই স্বীকৃতি দিয়ে যে, যদি আমরা বিশ্বের শৃঙ্খলা পর্যাপ্তভাবে বুঝতে পারতাম, আমরা দেখতাম যে এটি সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে যায়, এবং এটিকে যা আছে তার চেয়ে আরও ভালো করা অসম্ভব; শুধু সামগ্রিকভাবে সমগ্রের জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদের জন্যও বিশেষভাবে, যদি আমরা যথাযথভাবে সমগ্রের স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল হই, শুধু স্থপতি এবং আমাদের সত্তার কার্যকরী কারণ হিসাবে নয়, বরং আমাদের প্রভু এবং চূড়ান্ত কারণ হিসাবেও যিনি আমাদের ইচ্ছার সমস্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং একমাত্র যিনি আমাদের সুখ আনতে পারেন (Préf. *, 4 a b¹⁴. § 278. Préf. *, 4 b¹⁵)।

সমাপ্ত

¹⁴ Édit. Erdm., p. 469.

¹⁵ Édit. Erdm., p. 469 b.



মহাবিশ্বের দর্শন

আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং মন্তব্যগুলি আমাদের সাথে info@cosphi.org-এ শেয়ার করুন।

মুদ্রিত হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org

দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.